80

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ AUG. 11 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন অংগনে এখন মহাদুর্দিন—৩

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি করা হচ্ছে— এ দাবী সত্য হলে সরকারকে কুদরতে খুদা ও হক কমিশনের শিক্ষা রিপোর্ট বাতিল করতে হবে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ সভা-সমিতি, বক্তৃতা-বিবৃতি, রেডিও-টেলিভিশনসহ সরকারের কব্জায় যত মাধ্যম রয়েছে বা যত সুযোগ-সুবিধা আছে, সরকার সেই সবগুলোর সর্বোচ্চ সুযোগ গ্রহণ করে বলে চলেছে— মাদ্রাসা শিক্ষা বা ইসলামী শিক্ষার ওপর তারা হাত দেয়নি। সরকারের এই প্রচারণার অসারতা জনগণের সামনে ইতিমধ্যেই নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কোন মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়েছে কিনা, তা তো যেসব এলাকার মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়েছে, সে এলাকার জনগণ দেখতে পাচ্ছেন। জনগণ আরো প্রত্যক্ষ করছেন তাদের মাদ্রাসাগুলোকে নিয়ে সরকার কোন্ খেলায় মেতে উঠেছে, ছাত্রছাত্রীদের

(৫-এর পৃঃ দেখুন)

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি করা হচ্ছে- এ দাবী সত্য হলে সরকারকে কুদরতে খুদা ও হক কমিশনের শিক্ষা রিপোর্ট বাতিল করতে হবে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কি অবস্থা হয়েছে এবং সর্বোপরি বন্ধ মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষকদের কি হাল দাঁড়িয়েছে। তাদের মাসিক বেতন বন্ধ হওয়ার কারণে এই মানুষগুলোর বৃদ্ধ মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সংসারে কি মাতম উঠেছে। সরকার মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়নি বললেও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন জনগণ– সরকার কি করেছে। সরকারের এ ধরনের প্রচারণার অসারতা আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়– শিক্ষানীতি সম্পর্কে সরকারের ঘোষণা থেকে। সরকারের ঘোষিত নীতির ভিত্তি হচ্ছে, আওয়ামী লীগ সরকারেরই আমলে প্রণীত কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঐ কুদরতে খুদা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। জনগণের কাছে একথা অজানা নয় যে, কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের লক্ষ্যই ছিল এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে ধর্মবিবর্জিত সেকুলার জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করা। সরকার কুদরতে খুদা কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তার আলোকেই মাদ্রাসাগুলোর স্বীকৃতি বাতিল ও অনুদান বন্ধ করছে, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো উঠিয়ে দিচ্ছে নতুবা সংকোচিত করছে। কুদরতে খুদা কমিশনের শিক্ষানীতির লক্ষ্য যে ছিল সমাজকে ধর্মবিবর্জনের দিকে নিয়ে যাওয়া তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ কমিশনের রিপোর্টে রয়েছে–

"(১) প্রথমশ্রেণী থেকে পঞ্চমশ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করার প্রস্তাব।

(২) মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক হিসেবে কোন ধর্ম শিক্ষা থাকবে না।

(৩) মাদ্রাসা শিক্ষা অনেকটা এক দেশদর্শী।

(৪) সমগ্র দেশে সরকারী ব্যয়ে প্রথমশ্রেণী থেকে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচী ভিত্তিক এক এবং অভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। আর এক অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার যাঁতাকালে স্বাভাবিকভাবেই মাদ্রাসাগুলোর কোন অস্তিত্ব থাকার কথা নয়– যেমনটা ঘটানো হয়েছিল সাবেক সোভিয়েট আমলে। সরকারের থিংক ট্যাংকের বুদ্ধিজীবীরা সেই ধর্ম বিবর্জিত লক্ষ্য সামনে রেখেই সরকারকে পরামর্শ দিয়ে চলেছে। কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের সাথে প্রফেসর শামসুল হকের প্রস্তাবিত রিপোর্ট মিলিয়ে বিশ্লেষণ করা হলে মাদ্রাসা শিক্ষা বা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের আসল স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অধ্যাপক শামসুল হকের শিক্ষানীতি রিপোর্টে কুদরতে খুদা রিপোর্টেরই প্রতিধ্বনি করে বলা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম হবে দেশের আর্থসামাজিক চাহিদা। শিশুদের দেহমনের পুষ্টি এবং তাদের সংস্কৃতি চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ। সমগ্র দেশের প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

এই একই কথা বলেছিলেন ডঃ কুদরতে খুদা। অর্থাৎ কেবল প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাই থাকবে। ভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা থাকবে না।

শামসুল হক কমিশনের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার বিষয় হবে, মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি ও সমাজ বিজ্ঞান। তাতে আরও থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়। তৃতীয়শ্রেণী থেকে থাকবে ইংরেজী ভাষা ও ধর্ম (জীবনাচরণ ও নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপসহ)। এতদিন প্রথমশ্রেণী থেকে আরবী ও ইসলাম শিক্ষার বিষয় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। হক কমিশনের শিক্ষানীতিতে এ পর্যায়ে বিষয় যোগ করা হয়েছে আর আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকে পুরোপুরি বাদ দেয়া হয়েছে। আর এসব নীতির আলোকেই বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গন থেকে ইসলামী শিক্ষা উঠিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং পাঠ্যসূচী সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। প্রফেসর শামসুল হকের রিপোর্টে এমন কৌশলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব টেক্সট বুক বোর্ডের ওপর অর্পণ করার প্রস্তাব করেছে যাতে মাদ্রাসা বোর্ডের অস্তিত্ব আপনা আপনিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কারণ, আরবী ব্যাকরণ রচনা করা ছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডের আর কোন কাজই থাকবে না। আর স্কুল বোর্ডেই যেখানে কর্মকর্তারা ধর্ম শিক্ষা বিবর্জিত তৈরী হবে ধর্মীয় শিক্ষার পাঠক্রম।

সচেতন ও ওয়াকিবহাল মহলের দাবী হচ্ছে মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়নি, ইসলামী শিক্ষার ওপর হাত দেয়া হয়নি-বরং ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষা আরও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে– বলে সরকার যে দাবী করে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে তার প্রতি সরকার যদি আন্তরিক ও বিশ্বস্ত হয়, তাহলে তাকে কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও শামসুল হক শিক্ষা কমিশনকেই বাতিল ঘোষণা করতে হবে।